তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০০

**শেখ হাসিনা থাকলে কৃষি ও কৃষিবিদবান্ধব সরকার থাকবে**

 **-- প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, "কৃষিবিদদের সামগ্রিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর আমল থেকে যে স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছিল তার ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিবিদ ও কৃষকদের নজিরবিহীন মূল্যায়ন করেন। কৃষিবিদরা শুধু কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখলে হবে না, কৃষিবান্ধব সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সচেতন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ শক্তিশালীভাবে ঘটাতে হবে। শেখ হাসিনা থাকলে কৃষি ও কৃষিবিদবান্ধব সরকার থাকবে।"

 আজ রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে 'কৃষিবিদ দিবস ২০২১' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 এ সময় তিনি আরো বলেন, "কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষক বাঁচলে কৃষি বাঁচবে। আর কৃষি বাঁচলে দেশের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রা এগিয়ে যাবে। কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে কৃষিবিদরা। কৃষিবিদদের যোগ্যতা ও পান্ডিত্য দেশের কল্যাণে নিবেদিত হোক, এ প্রত্যাশা থাকবে। কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বৈষম্য দূর করার বিষয়টি বিবেচনা করার উপযুক্ত সময় হয়েছে। এ বিষয়ে একটি সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া দরকার। না হলে কৃষিবিদরা যথাযথ অবদান রাখতে পারবেন না, মেধার বিকাশ ঘটাতে পারবেন না।"

 কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একুশে পদক মনোনয়নপ্রাপ্ত কৃষিবিদ ড. মির্জা এ জলিল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের মহাসচিব মোঃ খায়রুল আলম প্রিন্স। সভায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের অন্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

#

ইফতেখার/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                             নম্বর : ৬৯৮

**সাংবাদিক শাহীন রেজা নূরের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি):

 শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের ছেলে ও দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক বার্তা সম্পাদক শাহীন রেজা নূরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান।

 পৃথক শোক বার্তায় তাঁরা বলেন, শাহীন রেজা নূরের মৃত্যুতে বাঙালি জাতি একজন দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অধিকারী ব্যক্তিত্বকে হারালো।

 মন্ত্রীদ্বয় মরহুমের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

#

তথ্যবিবরণী                             নম্বর : ৬৯৯

**আশা’র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি):

 আশা’র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

 এক শোক বার্তায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সফিকুল হক চৌধুরী আমার সহপাঠী ছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকে সবসময় জনবান্ধব ও মানুষের উপকারের কথা চিন্তা করতেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালাম।

 ড. মোমেন শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

তৌহিদল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী  নম্বর : ৬৯৭

**আড়াই হাজার কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে**

 **----ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি):

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আড়াই হাজার কোটি টাকার উদ্ধার সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। একই সাথে চারটি হেলিকপ্টার এবং চারটি হোভারক্রাফটও ক্রয় করা হবে। এছাড়াও বিভাগীয় এবং জেলা শহর সমূহের জন্য ৬৫ ও ৫৫ মিটার উচ্চতায় উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর লক্ষ্যে ৬০টি উন্নতমানের লেডার ক্রয় করা হবে। তিনি বলেন, যেকোনো দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে উন্নত দেশের মতো সক্ষমতা অর্জনে সরকার কাজ করছে ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ডে করণীয় বিষয়ক সচেতনতামূলক মহড়ায় বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলা অনেকটাই সহজ হয়। গত বছর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড হলেও বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। কারণ সেখানে অগ্নিকাণ্ডের এক মাস পূর্বে সচেতনতামূলক মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। দেশের মানুষজনকে অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় সচেতন করার লক্ষ্যে সারাদেশে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। বস্তিগুলোর টিনের ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর ঘর ভেঙে তার পরিবর্তে সেখানে মাল্টিস্টোরেড ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার কার্যক্রম শুরু করেছে।

 এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

#

সেলিম/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৬

**মেধাবীরা সবক্ষেত্রে ভালো করতে পারে**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক কর্মকর্তা (বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়নের জন্য সিলেট বিভাগে ন্যস্ত) সাবরীনা রহমান বাঁধন একজন মেধাবী ও প্রতিভাবান কর্মকর্তা। কর্মজীবনের পাশাপাশি সংস্কৃতি অঙ্গনেও তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি একাধারে কবি, গীতিকার ও সংগীত শিল্পী। ‘ক্লোজ আপ ওয়ান, তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ’ নামক সংগীত প্রতিযোগিতায় শীর্ষ দশে স্থান পাওয়া বাঁধন ছাত্রজীবনেও ছিলেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তিনি প্রমাণ করেছেন, মেধাবীরা সবক্ষেত্রে ভালো করতে পারে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে সাবরীনা রহমান বাঁধনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘শেষের কবিতার পরে’ এবং গানের তৃতীয় একক অ্যালবাম ‘আবছায়া চুপছায়া’ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রধান অতিথি বলেন, ‘শেষের কবিতার পরে’ কাব্যগ্রন্থটি কবিতা, অনুকাব্য ও কথোপকথন দিয়ে সাজানো হয়েছে। সম্পর্কের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা ভালোবাসা, প্রেম, স্নেহ, অভিমান, অনুযোগ ইত্যকার সব অনুষঙ্গ এ কাব্যগ্রন্থের উপজীব্য। প্রতিমন্ত্রী এ সময় শিল্পী বাঁধনকে অভিনন্দন জানান ও তাঁর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন।

 অনুষ্ঠানে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন গানের অ্যালবাম ‘আবছায়া চুপছায়া’ এর তিনটি গানের গীতিকার যথাক্রমে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মনিরুল আলম ও যুগ্মসচিব মোঃ ফাহিমুল ইসলাম এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের যুগ্মসচিব তানজিয়া সালমা।

 উল্লেখ্য, ‘আবছায়া চুপছায়া’ অ্যালবামের বাকি তিনটি গানের গীতিকার শিল্পী বাঁধন নিজেই। সবক’টি গানের মিউজিক কম্পোজিশন করেছেন বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক জয় শাহরিয়ার।

 সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের অপূর্ব মেলবন্ধনে সাজানো অনুষ্ঠানটি দর্শকদের বিমোহিত করে রাখে।

#

ফয়সল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী  নম্বর : ৬৯৫

**দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কাজ করছে সরকার**

 **---পরিবেশমন্ত্রী**

জুড়ী (মৌলভীবাজার), ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি):

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে নিরলসভাবে কাজ করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা মোতাবেক দেশের কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। তিনি বলেন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের বিভিন্ন ভাতার মাধ্যমে সহযোগিতা করে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

 আজ মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সরকারি বিভিন্ন ভাতা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, করোনায় সারা বিশ্বের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হলেও বাংলাদেশে উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রয়েছে। তিনি এসময় সরকারের দেওয়া বিনামূল্যে করোনার ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই।

 জুড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল-ইমরান রুহুল ইসলামের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিছবাহুর রহমান, জুড়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মোঈদ ফারুকসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ।

 ইতোমধ্যে উপজেলার ১৫১০ জনকে ভিজিডি কার্ডের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে পুষ্টি চাল, ৯৬৩ জন দরিদ্র মাকে মাতৃত্বকালীন মাসিক ৮০০ টাকা হারে ভাতা ও পরিবেশ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দুটি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।

 এর পূর্বে মন্ত্রী প্রায় ২ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ব্যয়ে জুড়ী উপজেলায় জেলা পরিষদ কর্তৃক নবনির্মিত চারতলা বিশিষ্ট আধুনিক ডাক-বাংলো ভবনের উদ্বোধন করেন ।

#

দীপংকর/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী  নম্বর : ৬৯৪

কৃষিবিদ দিবসে কৃষিমন্ত্রী

**২৮৪টি কৃষি প্রকৌশলীর পদ সৃজন করা হয়েছে**

ময়মনসিংহ, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি):

 কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে ইতোমধ্যে কৃষি প্রকৌশলীর ২৮৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও লাভজনক করতে সচেষ্ট রয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নেয়া হয়েছে ৩ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। পাশাপাশি দক্ষ জনবল তৈরিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে মাঠ পর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলী নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে ২৮৪টি কৃষি প্রকৌশলীর পদ সৃজন করা হয়েছে।

 কৃষিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। কৃষিবিদ দিবস-২০২১ উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

 কৃষিবিদ ড. রাজ্জাক আরো বলেন, দেশের কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণে কৃষিবিদদের ভূমিকা আজ সর্বজন স্বীকৃত। কৃষি গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করে কৃষি উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছেন কৃষিবিদরা। ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্যের যোগান অব্যাহত রাখতে কৃষিবিদদেরকে আরও কার্যকর ও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে সময়োপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তা সম্প্রসারণ করতে হবে।

 কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির পদ মর্যাদা দেয়া ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত। এর ফলেই মেধাবীরা কৃষি পেশায় আগ্রহী ও উৎসাহিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের যে সাফল্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে- তার পেছনে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা।

 বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসানের সভাপতিত্বে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, বগুড়ার সংসদ সদস্য সাহাদারা মান্নান, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ইকরামুল হক টিটু, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, খাদ্যসচিব ড. মোছাম্মৎ  নাজমানারা খানুম, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ, বাকৃবি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের নির্বাহী সভাপতি মোঃ হামিদুর রহমানসহ প্রমুখ।

 আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় শত উক্তি সংবলিত পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

 তাছাড়া, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ন ম নাজমুল আহসান (মরণোত্তর), একুশে পদকপ্রাপ্ত অ্যালামনাই অধ্যাপক ড. শামসুল আলম এবং ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

#

কামরুল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৩

**শেখ হাসিনার স্বপ্ন অনুযায়ী ঢাকা শহর গড়ে উঠবে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

**ঢাকা, ৩০** মাঘ **(১৩ ফেব্রু**য়ারি**) :**

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকাকে ভেনিস বা সান্তোসার মতো করে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখেছেন সে অনুযায়ী নগরীকে বিনির্মাণ করা হবে।

 তিনি আজ সিরডাপ মিলনায়তনে 'ঢাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা ও খাল আধুনিকায়ন' বিষয়ক নগর সংলাপে অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য ভেনিস, সিঙ্গাপুর অথবা সান্তোসা বেড়াতে যাই। এমন একটি শহর গড়ার স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দুই মেয়রকে নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি’।

 তিনি বলেন, ঢাকাকে বাসযোগ্য আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন শহরে রুপান্তরিত করতে হাতিরঝিল থেকে বনানী পর্যন্ত এবং ইউনাইটেড হাসপাতাল পর্যন্ত ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট চালু করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এই উদ্যোগ বাস্তবে রূপ দিতে প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের সাথে নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতিসহ সকল বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ঢাকা শহরে যতগুলো খাল আছে তাতে একটি হাতিরঝিল নয় এরকম অনেক হাতিরঝিল নির্মাণ করা সম্ভব। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা চান মন্ত্রী।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ও ড্যাপের আহ্বায়ক বলেন, ডেমোগ্রাফিক সাইজ অর্থাৎ শহরে কত মানুষ বসবাস করবে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, পূর্বাচল ১০ লাখ মানুষের বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে যদি ৫০ লাখ মানুষ বসবাস করে তাহলে তা আর বাসযোগ্য থাকবে না ।

 খালের দায়িত্ব পাওয়ার পর দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ইতোমধ্যে উচ্ছেদ কাজ আরম্ভ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে, খাল দখল করে তার উপরে বিল্ডিং বানানো হয়েছে। যারা এসব করেছে তারা যত ক্ষমতাশালী হোক না কেন আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। সবাইকে সাথে নিয়ে ঢাকা শহরের খালসমূহ উদ্ধার করা হবে বলেও উল্লেখ করেন মোঃ তাজুল ইসলাম।

 মন্ত্রী বলেন, ঢাকা নগরীর অন্যতম সমস্যা বর্জ্য। এটি সমাধান করার জন্য মন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটিকে অনুমোদন দিয়েছেন। বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এটি চালু হলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আসবে। এসময় বর্জ্য কালেকশনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

 অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ প্লানার্স (বিআইপি) এর সভাপতি ড. আকতার মাহমুদ, ইনস্টিটিউট অভ্ ওয়াটার এন্ড ইনভায়রনমেন্টের চেয়ারম্যান এম এনামুল হক, স্থপতি ইকবাল হাবিব, পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মোহাম্মদ খান এবং ড্যাপের প্রকল্প পরিচালক আশরাফুল ইসলাম অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন।

#

হায়দার/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯২

**স্বাধীনতা সংগ্রামে বেতারের ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লেখা -বিশ্ব বেতার দিবসে তথ্যমন্ত্রী**

**ঢাকা, ৩০** মাঘ **(১৩ ফেব্রু**য়ারি**) :**

 'যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বেতারের ভূমিকা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে' বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষে আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তর আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান এবং তথ্য সচিব খাজা মিয়া। বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমেদ কামরুজ্জামান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

 ড. হাছান বলেন, যারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনেছেন, তারা জানেন মুক্তিকামী এদেশের মানুষের মাঝে কি উদ্যম-উদ্দীপনা জাগাতো সে সময়ের অনুষ্ঠান। আর মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকতো তা শোনার জন্য।

 'বঙ্গবন্ধুর দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম এম এ হান্নান পাঠ করেন' বলেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, পরদিন ২৭ মার্চ চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতারা সেনাবাহিনীর একজন অফিসারকে দিয়ে ঘোষণাটি পাঠ করানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে মেজর রফিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি রণাঙ্গনে ব্যস্ত থাকায় পরে কালুরঘাট অতিক্রম করে পটিয়ার দিকে যাত্রাকারী মেজর জিয়াউর রহমানকে বোয়ালখালী থেকে খুঁজে এনে ঘোষণাটি পাঠের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রথমে তিনি ভুল পড়েছিলেন, পরেরবার শুদ্ধ করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণাটি পড়েন। নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাবার জন্য এটি শোনানো প্রয়োজন।'

 শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামেই নয়, স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ গঠনেও বেতার তার ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে, বলেন ড. হাছান। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সারাদেশের মানুষের কাছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির নানা বিষয় বেতার পৌঁছে দিচ্ছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গোপসাগরে মাঝি-মাল্লাদের কাছে বেতারই সম্বল, পাহাড়ের চূড়াতেও বেতারই শোনা যায়। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলাতে মানুষকে স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ বিভিন্ন জরুরি বিষয়ে বার্তা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশ বেতার।

 এ বছর ইউনেস্কো ঘোষিত দিবসটির প্রতিপাদ্য 'নতুন বিশ্ব নতুন বেতার' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী জানান, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ বেতার এখন মোবাইল অ্যাপসে শোনা যায়, এ পর্যন্ত দেশের ৮ টি বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান অ্যাপসের আওতায় এসেছে। বেতারের চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান দেশব্যাপী সম্প্রচার শুরু হয়েছে।

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মুরাদ হাসান বলেন, তথ্য অধিকার ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বেতার অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

 তথ্যসচিব খাজা মিয়া দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থেকে দেশের মানুষের কল্যাণের ব্রত নিয়ে বেতারের কর্মকর্তাদের কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

-২-

 এসময় জিয়াউর রহমানের খেতাব প্রত্যাহার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। তার কাছে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার পাকিস্তানের পক্ষে তার ভূমিকার জন্য প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিল। এবং জিয়া স্বাধীনতার বিরোধিতাকারীদের পুনর্বাসন করেছেন, যে শাহ আজিজুর রহমান পাকিস্তানের ডেপুটি লিডার হিসেবে জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করেছেন, তাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন, যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সুতরাং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মাবরণে  প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিলেন। তার খেতাব বাতিল নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।'

 স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকদের মধ্যে মনোরঞ্জন ঘোষাল, মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, গণযোগাযোগ অধিদফতরের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার, জাতীয় গণমাধ্যমে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহীন ইসলাম, বাংলাদেশ বেতারের সাবেক মহাপরিচালকদের মধ্যে নেছার উদ্দীন ভুঁইয়া, হোসনে আরা তালুকদার, অতিরিক্ত মহাপরিচালক সালাহউদ্দীন আহমেদ, ঢাকা কেন্দ্রের পরিচালক কামাল আহমেদ, উপমহাপরিচালক  বার্তা এস এম জাহীদ প্রমুখ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

#

আকরাম/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                             নম্বর : ৬৯১

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিকল্পিত উন্নয়নে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিয়ানীবাজার (সিলেট), ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি):

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে পুরো দেশের চেহারা পাল্টে যাবে। এখন প্রতিটি প্রকল্প স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হওয়ায় উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রামীণ উন্নয়নে প্রতিনিয়ত নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, রাজনীতি, উন্নয়ন, গণতন্ত্র একসাথে চালাতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বিয়ানীবাজার উপজেলার দুবাগ ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

 বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কে এম তারিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত কাস্টমস কমিশনার রাশেদুল হাসান, সিলেটের জেলা প্রশাসক কাজি এম এমদাদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জকিগঞ্জ সার্কেল) সুদীপ্ত রায়, ইউএনও মৌসুমী মাহবুব এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ।

 ১২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে শেওলা স্থলবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া হচ্ছে। নৌ পরিবহন মন্ত্রনালয়ের অধীনে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রজেক্ট-১ এর আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ২ বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হতে পারে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রতিমন্ত্রী শেওলা বন্দর ঘুরে দেখেন।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৮০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ৬৯০

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত গতকালের অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজন হলেন : জয়পুরহাটের আল আমিন হোসেন, খুলনার অমিত মল্লিক, রাজশাহীর আতিকুর রহমান রকি, যশোরের বিপ্লব বিশ্বাস ও দিনাজপুরের ওইজা আক্তার আমান্না।

          গতকালের কুইজে ৮১ হাজার ১২২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

          স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৭৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী  নম্বর : ৬৮৯

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি):

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ হাজার ৮৭১ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৯১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৪০ হাজার ২৬৬ জন।

          গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ২৬৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৮৬ হাজার ৭৬৭ জন।

#

দলিল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৭৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                             নম্বর-৬৮৮

**গুজবকারীদের নজরদারিতে আনার ওপর গুরুত্বারোপ**

খুলনা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি):

 ‘গুজব প্রতিরোধ ও উন্নয়ন সংবাদ প্রচারে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা আজ খুলনা সার্কিট হাউজের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

 আঞ্চলিক তথ্য অফিস খুলনার উদ্যোগে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার।

 মূলপ্রবন্ধে তিনি নানামুখী উন্নয়ন-কর্মকাণ্ডের বাস্তবচিত্র তুলে ধরে গুজব-প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি সরকারের উন্নয়ন সংবাদ-প্রচার এবং গুজবের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখার জন্য গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের প্রতি আহবান জানান।

 মতবিনিময় সভায় খুলনায় কর্মরত গণমাধ্যম প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার খুলনা ব্যুরো প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন।

 তারা বলেন, সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমসহ অনলাইন নিউজ-পোর্টালগুলোতে দেশ-বিদেশ থেকে যে ধরনের অপপ্রচার চালানো হয়, তা নিয়মিত নজরদারি করে গুজবকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে। যারা এ সমস্ত গুজবে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে অপপ্রচারকে উসকে দেয়, তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সাথে উন্নয়ন সংবাদ-প্রচারে সঠিক তথ্যের অবাধপ্রবাহ নিশ্চিত করার ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

 খুলনার স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মো: ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তৃতা করেন খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি এস এম জাহিদ হোসেন, সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মুন্সি মো: মাহবুব আলম সোহাগ এবং খুলনা আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উপপ্রধান তথ্য অফিসার জিনাত আরা আহমেদ।

#

মঈন/শাহ আলম/রেজুয়ান/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৭

**শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন নৌপ্রতিমন্ত্রী**

বিয়ানীবাজার (সিলেট), ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি):

 নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী আজ সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলায় শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়নকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

 উল্লেখ্য, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ৩০ জুন শেওলা শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। বিশ্বব্যাংক ও সরকারের যৌথঅর্থায়নে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ এর আওতায় শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়নকার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে এ শুল্ক-স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ বন্দর দিয়ে গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছরা, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না-ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াঁজ, মরিচ, রসুন, আদা আমদানিসহ সকলপণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে।

 এসময় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কে এম তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/শাহ আলম/রেজুয়ান/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৬

**ইতালির বাংলাদেশ দূতাবাসে পাসপোর্টের ফেসবুক-সেবা চালু**

**ঢাকা, ৩০** মাঘ **(১৩ ফেব্রু**য়ারি**) :**

 ইতালির বাংলাদেশ দূতাবাস গতকাল ফেসবুকে পাসপোর্ট-সেবার জন্য অনলাইনে এপয়েন্টমেন্ট প্রদান কার্যক্রম চালু করেছে।

 রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস পাসপোর্ট, ভিসা, সার্টিফিকেটসহ সকলপ্রকার কন্স্যুলার-সেবা অনলাইন এপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে ফেসবুকে প্রচার হচ্ছে। প্রতি শুক্রবার সকাল ১০ টায় এ এপয়েন্টমেন্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বিগত ডিসেম্বর থেকে প্রতি শুক্রবার দূতাবাসে সেবা-প্রত্যাশীদের উপস্থিতিতে প্রজেক্টরের মাধ্যমে অনলাইন এপয়েন্টমেন্ট প্রদানকার্যক্রম সরাসরি প্রদর্শন করছে। ফেসবুকের মাধ্যমে এপয়েন্টমেন্ট প্রদানকার্যক্রম সরাসরি প্রচার এবারই প্রথম। এসময় অন্যান্য নিয়মিত কন্স্যুলার ও পাসপোর্টসেবা কার্যক্রমও অব্যাহত ছিল।

 রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান এ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, এপয়েন্টমেন্ট অবমুক্তকরণ কার্যক্রম সরাসরি প্রচারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও কারিগরিবিষয়ে সচেতনতাবৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য ভ্রান্তধারণা নিরসন করা। প্রধানমন্ত্রীর ‘প্রবাসী-বান্ধব’ নীতি অনুসরণ করে নিরলসভাবে ইতালি, মন্টেনিগ্রো ও সার্বিয়াপ্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশ দূতাবাস সেবাটি দিয়ে যাচ্ছে। প্রবাসীদের কল্যাণে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ছুটির দিনে পাসপোর্ট বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

#

শাহ আলম/রেজুয়ান/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১২৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৫

**বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল** **দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ৩০** মাঘ **(১৩ ফেব্রু**য়ারি**) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেস কাউন্সিল দিবস পালন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রের স্বাধীনতারক্ষা এবং এই পেশাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিপূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেস কাউন্সিল আইন প্রণয়ন করেন। দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা পেশাকে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্য নিয়ে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সুদৃঢ় করার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে। প্রেস কাউন্সিল ২০টি জেলা প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বইবিতরণ এবং গোপালগঞ্জ ও কুমিল্লা প্রেসক্লাবে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু-কর্ণার স্থাপন করেছেন জেনে প্রেস কাউন্সিলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 বর্তমান সরকার তথ্যের অবাধপ্রবাহে বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন মেয়াদে সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের গণমাধ্যমের বিকাশে ও উন্নয়নে বর্তমান সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের এবারের নির্বাচনি ইশতেহারেও গুরুত্ব পেয়েছে এ পেশার উন্নয়নের বিষয়টি। সাংবাদিকদের জন্য নবম ওয়েজ বোর্ড গঠন ও গণমাধ্যমকর্মীদের পেশাগত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রেসক্লাবকে আধুনিকায়ন করে তোলার জন্য আর্থিক অনুদান দেয়া হচ্ছে। জাতীয় প্রেসক্লাবে গড়ে তোলা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু মিডিয়া সেন্টার। যেখানে সাংবাদিকরা পাবেন পেশাগত সবধরনের সুযোগ। বর্তমানে দেশে সংবাদপত্রছাড়াও ৪৪টি বেসরকারি টেলিভিশন, ২২টি এফএম রেডিও, ৩২টি কমিউনিটি রেডিও, অসংখ্য অনলাইন-সংবাদপত্র, অনলাইন-নিউজপোর্টাল চালু রয়েছে।

 আমাদের সরকার গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে পূর্বের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ও গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ‘বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪’ প্রণয়ন করেছে। এ আইনের আওতায় একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সাংবাদিক কল্যাণ তহবিল গঠনসহ বিভিন্ন সহায়তাকার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সাংবাদিক সহায়তা ভাতা-অনুদান নীতিমালা আওতায় সাংবাদিকদের অনুদান দেয়া হচ্ছে। সিড মানি ও অনুদানসহ কল্যাণ ট্রাস্ট করে দেয়া হয়েছে।

 ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসাবে ১০,০০০ টাকা হারে ৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকা সারাদেশের ৩,৩৫০ জন সাংবাদিকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। করোনাকালীন সময় প্রেসক্লাব ও সাংবাদিকদেরকে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে।

 করোনা-ভাইরাস বৈশ্বিক মহামারিতে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সক্রিয় থেকে করোনা-ভাইরাসের সঠিক তথ্য জনগণের মাঝে তুলে ধরেছে। এজন্য গণমাধ্যমে নিয়োজিত কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করতে গিয়ে করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

চলমান পাতা

-২-

 আওয়ামী লীগ সরকার সাংবাদিক-বান্ধব। প্রতিবছর সাংবাদিকদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। অসুস্থ বা নানা কারণে সমস্যায় পড়লে সাংবাদিকদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। অনেক সাংবাদিক প্লট পেয়েছেন।

 দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকারের গৃহীত ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে যে প্রয়াস দেশে অব্যাহত রয়েছে, সেখানে সাংবাদিকদের দায়িত্ব অনন্য।

 আমি আশা করি, সাংবাদিকগণ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ-পরিবেশনের মাধ্যমে দুর্নীতি, মাদক, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ করে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন।

 আমি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি। একইসাথে প্রেস কাউন্সিল পদক ২০২১ প্রাপ্ত সাংবাদিকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/শাহ আলম/রেজুয়ান/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৩১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৪

**বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক ‘বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস ২০২১’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। অনুসন্ধানী ও সৃজনশীল প্রতিবেদনের জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদকপ্রাপ্ত গণমাধ্যমকর্মীদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রের স্বাধীনতারক্ষা ও সাংবাদিকতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে ‘বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন’ প্রণয়ন করেন এবং একই বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এর প্রেক্ষিতে প্রতিবছর ১৪ ফেব্রুয়ারি ‘বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস’ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংবাদপত্রের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি হলুদ সাংবাদিকতারোধে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

 সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, তথ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার এবং জনগণের ক্ষমতায়ন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। গণতন্ত্রের বিকাশসহ এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম গণতন্ত্রকে সুসংহত করার পাশাপাশি মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা, সাম্য, সুশাসন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজপ্রতিষ্ঠাসহ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সরকার নানা উদ্যোগ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা ও সহযোগিতা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও মতামত-পরিবেশনের মাধ্যমে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজপ্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমসমূহ এগিয়ে আসবে-এ প্রত্যাশা করছি।

 আমি ‘বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

ইমরুল/শাহ আলম/রেজুয়ান/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৩

**বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ৩০** মাঘ **(১৩ ফেব্রু**য়ারি**) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘কোস্ট গার্ড দিবস, ২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘কোস্ট গার্ড দিবস, ২০২১’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার পর থেকেই আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সম্মুখসমরে পাকহানাদার-বাহিনীকে পরাস্ত করতে থাকে। জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনী সংগঠিত হয়। যুদ্ধকালে এ বাহিনীর সদস্যগণ এমনকি নিজেরা নৌকা পর্যন্ত ক্রয় করে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন। জাতির পিতা ১৯৭৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ‘The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974’ প্রণয়ন করেন। ফলে, স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে এ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে দেশের নদ-নদী ও সমুদ্রের জলরাশিতে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার হয়।

 বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির পিতার দর্শনের বাস্তবায়নকারী দল হিসেবে, সময়ের পরিক্রমায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডবৃদ্ধি এবং উপকূলীয় এলাকায় নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করে একটি বিশেষায়িত বাহিনীগঠনের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে বিরোধীদলে থাকা অবস্থায় জাতীয় সংসদে ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বিল’ উত্থাপন করে। উক্ত প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব-রক্ষাকারী একটি বিকল্পবাহিনী হিসেবে ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড’ প্রতিষ্ঠিত হলেও মূলত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে সরকারগঠনের পর এ সংস্থাটি কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৬ সালে আমরা কোস্টগার্ডকে ২টি টহল-জাহাজ এবং ২টি রিলিফ-বোট হস্তান্তর করি। ২০০১ সালে ‘বিসিজিএস রূপসী বাংলা’ নামে একটি ইনসোর প্যাট্রোল ভেসেলকে কোস্ট গার্ডে কমিশন করি। তাছাড়া সংস্থাটির অবকাঠামো-স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করি।

 ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে সরকার-গঠনের পর আমরা এ বিশেষায়িত বাহিনীর সক্ষমতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে কোস্টগার্ডকে শক্তিশালীকরণ, প্রশিক্ষণ ঘাঁটিনির্মাণ, সমুদ্রগামী জলযানসংগ্রহ/নির্মাণ, অবকাঠামো-নির্মাণ/বর্ধিতকরণে প্রকল্পগ্রহণসহ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবলবৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করি। গত ১২ বছরে আমরা এ বাহিনীতে বেশকিছু বিশেষায়িত হারবার প্যাট্রোল বোট, হাইস্পিড বোট, ইনসোর প্যাট্রোল ভেসেল, ফাস্ট প্যাট্রোল ভেসেল, ফ্লোটিং ক্রেন, ট্যাগসহ অফসোর প্যাট্রোল ভেসেল সংযোজন করেছি। আমাদের সরকার কোস্টগার্ড সদস্যদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে ‘ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড’ পুরস্কার প্রদান করে। আমরা এ বাহিনীকে অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আইনকে হালনাগাদ করে ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬’ প্রণয়ন করি। শুধু তাই নয়, আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ও সংস্থার সহযোগিতায় আমরা এ বাহিনীতে ২৫টি মেটাল শার্ক বোট, ৬টি ডিফেন্ডার বোট এবং ১০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট সংযোজন করেছি। আমরা অচিরেই এ সহযোগিতার আওতায় ৪টি পোর্টেবল পল্যুশন কন্ট্রোল ইকুইপমেন্টসহ ২০ মিটার রেসকিউ বোট এবং আরো ১০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট সংযোজন করবো। অদূরভবিষ্যতে আমরা এ বাহিনীতে সকল আবহাওয়ায় চলাচল উপযোগী অত্যাধুনিক অফসোর প্যাট্রল ভেসেল ও হোভারক্রাফট সংযোজন করবো।

চলমান পাতা

-২-

 বাংলাদেশের সুবিশাল সমুদ্র এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি দেশের সুনীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করতে কোস্ট গার্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বাহিনী সুন্দরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বনদস্যু-ডাকাত-চোরাকারবারী আটক, অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানো এবং অবৈধভাবে সমুদ্রপথে বিদেশগমনরোধ, অবৈধ অস্ত্র/গোলাবারুদ উদ্ধার, সমুদ্রে বিপন্ন জেলেদের উদ্ধারসহ মৎস্যসম্পদ-রক্ষা ও জাটকানিধনরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে আইন-শৃঙ্খলারক্ষায় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এ বাহিনীর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

 দেশের সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা প্রদানসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর প্রতিটি সদস্যকে দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, সাহসিকতা ও অবিচল আস্থার সাথে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বপালন করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আশা করি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দৃপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে আমাদের সরকারের ‘রূপকল্প ২০৪১’ ও ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

 আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২১ সফল হোক।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/শাহ আলম/রেজুয়ান/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৪৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮২

**বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের সমুদ্রচারী ও উপকূলীয় জনগণের কাছে একটি অতি পরিচিত ও বিশ্বস্ত নাম। দেশের অভ্যন্তরীণ নদীপথ ও উপকূলীয় অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলারক্ষা, জনগণের জানমালের নিরাপত্তাবিধান, চোরাচালান ও মানবপাচার প্রতিরোধ, মাদকের বিস্তাররোধসহ সামুদ্রিক সম্পদরক্ষায় এ বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বন্দরের বহিঃনোঙ্গরে কোস্টগার্ডের ক্রমাগত তৎপরতার ফলে বিগত বছরে চুরির ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রাম বন্দর একটি নিরাপদ বাণিজ্যিক স্থান হিসাবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিতিলাভ করেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও বেগবান হয়েছে। এছাড়া মাদকপাচার প্রতিরোধ ও দেশের জাতীয় সম্পদ ইলিশসংরক্ষণেও কোস্টগার্ড গুরু্ত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একই বাহিনীর উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো ক্রমাগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, পেশাদারিত্ব, দেশপ্রেম এবং নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থেকে অর্পিত দায়িত্বপালন। আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্বপালন করে কোস্টগার্ডের ভামূর্তি আরো উজ্জ্বল করতে সদাতৎপর থাকবে।

 বর্তমান সরকার কোস্টগার্ডের আধুনিকায়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কোস্টগার্ডকে একটি আধুনিক দ্বিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে এ বাহিনীর যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দেশের জলসীমায় নজরদারিবৃদ্ধি এবং উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তাবিধানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সদস্যগণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্বপালন করে যাবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

 আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/শাহ আলম/রেজুয়ান/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১২০০ ঘণ্টা